Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

“পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য”

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা আক্তার
রোলঃ ২১৬০২০৭৮৩

৩০ মে,২০২৪ ইং

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

“পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য”

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা আক্তার
রোলঃ ২১৬০২০৭৮৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **"পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য"** বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে **ফাহমিদা আক্তার**, আইডিঃ **২১৬০২০৭৮৩** বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "**পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য**" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ ৩০ মে, ২০২৪ ইং

ফাহমিদা আক্তার

আইডিঃ ২১৬০২০৭৮৩

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

“নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)”

সূরাঃ ৬/ আল-আন'আম | আয়াতঃ ১৬২

লেখিকার কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহ পাঠিয়েছেন। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, ঈমান ও ইসলামের মহা দৌলতে ধন্য করেছেন। এবং আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবীর উম্মত বানিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন।

হে আল্লাহ , আপনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ও তার পরিবার বর্গের উপর সালাত, সালাম এবং বরকত নাযিল করুন। সাথে তার সাথী বর্গ ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব অনুসারীদের কেউ শান্তি দান করুন। আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন।

আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা এর প্রতি ব্যাচের শেষ সেমিস্টারে থিসিস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। যার সুবাদে আমাদের ২১৬ ব্যাচেরও শেষ সেমিস্টারে থিসিস রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। গবেষণার জন্য অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাতে করে প্রতিষ্ঠানের ত্বলিব, ত্বলিবারা নিজেদের পছন্দঅনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে গবেষণা ও ইলম অর্জন করে নিজেদের ইহকাল ও পরকাল জীবনের সফলতা অর্জন করতে পারে ইনশাআল্লাহ। থিসিসের অনেকগুলো বিষয় ছিল যেমন : গীবত, রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত, ইসলামে নারীদের অধিকার, পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য , মুমিনের জীবনে কোরআনের ভূমিকা, গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, ট্রানজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?,আরবি ভাষা শিখার গুরুত্ব,কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি ইত্যাদি সহ আরো অনেক গুলো বিষয়। মাশাআল্লাহ।

থিসিস এ কোন বিষয়টা নিয়ে ইলম অর্জনের চেষ্টা করব এটা নিয়ে প্রথমে আমি একটু ভাবনাই পড়ে গেলেও মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য চেয়ে থিসিসের বিষয়গুলো দেখতে লাগলাম তখন আমার ভেতর থেকে যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি মন টানলো সেটা হচ্ছে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আলহামদুলিল্লাহ। যাতে করে এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি এবং ভালোবাসা অর্জন করতে পারি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর আরও প্রিয় হতে পারি,আল্লাহ

প্রদত্ত পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করে , তাদের আদায় হক আদায়ের চেষ্টা করতে পারি ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও আমি আমার আম্মু, আব্বু কেও অনেক ভালোবাসি। দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় যাহানে সফলতা অর্জন করতে পারি ইনশাআল্লাহ। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য।

আলহামদুলিল্লাহ আমি নিজেকে সৌভাগ্যবতী ও মনে করছি যে, আইএম এর থিসিসের ওসিলাই , আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা আমার দ্বারাও একটি গবেষণামূলক কাজ বা গ্রন্থ লিখিয়ে নিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

পাশাপাশি আইওএম এবং এর সাথে জড়িত সকলের জন্য অনেক দুআ এবং ভালোবাসা। রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে কবুল করে নিন। আমি ইয়া রব্বুল আলামীন।

আমি কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়টির উপর ইলম অর্জনের চেষ্টা করেছি। এবং সে অনুযায়ী থিসিসটা সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি(আল্লাহ ভালো জানেন) । আল্লাহ কাজটা সম্পন্ন করার তৌফিক দান করুন। আমীন। কারণ একমাত্র তৌফিক দাতা তো আল্লাহ তাআলাই। আলহামদুলিল্লাহ। হে আল্লাহ আপনি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার এবং আমাদের সকলের জন্য কল্যাণের ফয়সালা করুন। আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। কারণ আপনি তো ক্ষমাশীল। আপনিই তো ক্ষমা করা ভালবাসেন। তাই আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখিরাতে পরম বন্ধু এবং সাহায্যকারী হিসেবে আপনি যথেষ্ট। আপনি রব, আপনিই আমার সব। আমি ইয়া আল্লাহ, আমার মালিক।

ফাহমিদা আক্তার

ভূমিকা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের প্রতিপালক ও হায়াত-মওতের মালিক। মহাবিশ্বের আর সবকিছু তিনি তাদেরই কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁরই কাছে আবার মানুষকে ফিরে যেতে হবে। হিসাব দিতে হবে, জীবনের সকল কর্মকান্ডের। হিসাবে যারা সফলকাম হবে, তারা প্রবেশ করবে নিআ'মতে পরিপূর্ণ জান্নাতে। আর যারা ব্যর্থ হবে, তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠিন ও ভয়ানক শাড়ির নিবাস জাহান্নামে।

ইহজগতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ জীবন মানবতার একাড় কাম্য। পরিবার হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল এবং তার অন্যতম অঙ্গ। মাতা-পিতা হচ্ছেন পরিবারের কর্ণধার, জন্মদাতা ও লালন-পালনকারী।

যে কোন ব্যক্তির জন্য মাতা-পিতাই হচ্ছেন আলাহ তা'আলার সবচাইতে বড় নি'আমত। সম্পনের অস্তিত্ব, জন্ম ও লালন-পালন ইত্যাকার বিষয়ে আলাহর পরেই মাতা-পিতার অবদান সবচাইতে বেশী। এ কারণে মাতা-পিতার অধিকারও অনেক বেশী। তাই আলাহ তা'আলা মানব জাতির প্রতি তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করার পরই মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের অধিকার আদায়ের প্রতি সমধিক গুরত্ব প্রদান করেছেন।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা অনেকাংশেই ইসলামী নয়। মাথা-পিতার কি কি অধিকার রয়েছে এবং মাথা-পিতার ব্যপারে কি করণীয় তা আমাদের অনেকেরেই অজানা। বরং এ ব্যপারে আমরা খুবই গাফেল। অথচ মাতা-পিতার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা নিতাড়প্রয়োজন। তাই গবেষণা এই বিষয়ের ওসিলাই আমার পাশাপাশি অন্যান্য সন্তানেরাও যদি কিছুটাও সচেতন হয় পিতা-মাতার হক আদায়ের ব্যাপারে, সেই চেষ্টা করেছি ইং শা আল্লাহ।

উপস্থাপনা:

প্রত্যেক সন্তানের জন্য মাতাপিতার ন্যায় পরম স্নেহশীল ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাদের উসিলায়ই আমরা এ সুন্দর পৃথিবীর মুখ দেখতে পাই। প্রত্যেক সন্তানের জন্যই তার মাতাপিতা বিধাতার পক্ষ থেকে এক পরম উপহার। তাই প্রত্যেক সন্তানের উচিত সাধ্যানুযায়ী তাদের সেবা করা ও দোয়া নেয়া।

অসহায় মানব সন্তান :

দশ মাস দশ দিন মাতৃগর্ভে অবস্থানের পর মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মানব সন্তান কোনো কাজ- কর্ম করার, এমনকি নিজের খাদ্য খাবার যোগ্যতাও থাকে না। পরম স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মা সদ্যপ্রসূত সন্তানকে লালন- পালন করেন। মা-বাবা সারাক্ষণ সন্তানকে আগলিয়ে রাখেন, যাতে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত সন্তানকে দংশন করতে না পারে, সন্তানের একটু চিৎকার চোখের ঘুম হারাম হয়ে যায়। এ মায়ের ঋণ শোধ করার শক্তি নেই কোনো সন্তানের।

পিতামাতার অবদান :

পিতামাতার জন্যই সন্তান এই সুন্দর পৃথিবীর রূপ-রস, আরাম আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছে। শিশুসন্তানের প্রতি পিতামাতার অবদান অপরিসীম ও বর্ণনাতীত। মা অতি কষ্টে দশ মাস দশ দিন সন্তানকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মা অসুস্থ ও দুর্বল শরীর নিয়ে সন্তানের সেবাযত্ন করেন। মাতৃস্তন্য পান করে শিশু বেঁচে থাকে। সন্তানের জন্য মায়ের চিন্তার যেন শেষ নেই।

সন্তানের শিক্ষা :

একটু বড় হলেই মাতাপিতা সন্তানের শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। সাধ্যমতো সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে তাঁরা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন না। সন্তান বিপথগামী হলে মাতাপিতা তাকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বস্তুত আমরা আমাদের জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছুর জন্যই মাতাপিতার নিকট ঋণী।

কর্তব্যের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব:

মাতাপিতার কষ্ট, ধৈর্য, সাধনা ও শ্রমের ফলশ্রুতি হিসেবে সন্তানের সুন্দর জীবন গড়ে ওঠে। মা- বাবা যদি সন্তানের প্রতি অবহেলা দেখান তবে সে সন্তান কখনই যথার্থ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। যারা এ বিশ্বে নিজেদের জীবনের কল্যাণকর বিকাশ দেখিয়েছেন এবং বিশ্বের বুকে স্বীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন তাঁরা শৈশবে সুযোগ্য মাতাপিতার স্নেহ ও শিক্ষায় লালিত-পালিত হয়েছেন।

মাতাপিতার মহান ও সীমাহীন অবদানের প্রেক্ষিতে তাঁদের প্রতি কর্তব্য পালন করে বা তাঁদের সেবা করে তাঁদের এই ঋণ পরিশোধ করা যায় না। মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালনের অর্থ তাঁদের সাধনার প্রতিদান দেওয়া নয়। তাঁদের ঋণ পরিশোধ্য নয় একথা বিবেচনা করেই তাঁদের সর্বাধিক সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাঁদের পূর্ণ সন্তুষ্টির দিকে সদাসর্বদা মনোযোগী হতে হবে।

মাতা পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত কিছু কুরআনিক আয়াত

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন," তোমরা আল্লাহর এবাদত করো, তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। মাতা পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে, এতিমদের সঙ্গে, অসহায়দের সঙ্গে, আত্মীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে, সঙ্গে

সাথীদের, পথিক মুসাফিরের সঙ্গে, এবং যারা তোমাদের মালিকানায় বা অধীনস্থ রয়েছে তাদের সঙ্গে। "(সূরা নিসা আয়াত নং ৩৬)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: " তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় করো যার নাম নিয়ে তোমরা পরস্পর একে অন্যের সাহায্য কামনা কর এবং ভয় করো আত্মীয়তার বন্ধন কে।(সূরা নিসা আয়াত নং ১)

আল্লাহ আরো বলেন : " এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলা যেসব আত্মীয়তার সম্পর্ক অখুন্ন রাখার আদেশ দিয়েছেন তারা তা রক্ষা করে। (এরাই প্রকৃত জ্ঞানী এবং এদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাত) । " সূরা রদ আয়াত নং ২১

আল্লাহ তাআলা বলেন "আমি মানুষকে উপদেশ   দিয়েছি মাতা পিতার সঙ্গে সদ্ব্যব্যবহার করার জন্য। " (সূরা আনকাবুত আয়াত নং ৮)

"পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য মানবজাতিকে আমি উপদেশ প্রদান করেছি। কেননা তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, অনবরত কষ্ট সহ্য করেছেন। তারপর দুধ পান করিয়েছেন, কাঁধে বহন করেছেন, এবং দু বছরের মাথায় তাকে দুধ ছাড়িয়েছেন। সুতরাং আমারও শুকরিয়া আদায় এবং পিতা মাতারও শুকরিয়া আদায়।

সূরা লোকমান আয়াত নং ১৪।

আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করছেন, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তুমি উহ শব্দটিও উচ্চারণ করো না। এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে কথা বল। আর তাদের প্রতি নম্রতার বাহু অবনমিত কর। এবং বল হে আমার প্রতিপালক, তুমি তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটবেলায় দয়া করে লালন পালন করেছিলেন। (সুরাবনী ইসরাইল আয়াত ২৩ - ২৪)

মাতা পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত কিছু হাদিস (রিয়াদুস সালেহীন থেকে)

হাদিস নং ৩১৪ :

হযরত আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন : নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম : কোন আমলটি আল্লাহতালা নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন : সময়মতো নামাজ আদায় করা। প্রশ্ন করলাম তারপর কোনটি?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। তারপর কোনটি?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদিস নং ৩১৫ :

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সন্তান তার পিতার অনুগ্রহের দায় কোনভাবেই শোধ করতে সক্ষম নয়। তবে এমন যদি হয় যে পিতাকে ক্রীতদাস রূপে পেল, এবং খরিদ করে মুক্ত করে দিল তাহলে কিছুটা শোধ হবে বলে আশা করা যায়। " (মুসলিম)

হাদিস নং ৩১৮

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জৈনিক ব্যক্তি নবীজির দরবারে এসে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি হক কার প্রাপ্য?

নবীজি সাঃ জবাবে বললেন তোমার মা, লোকটি জিজ্ঞেস করল, তারপর? নবীজি বলেন: তোমার মা। তারপর? তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল তারপর? নবীজি জবাবে বললেন তোমার পিতা। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে : ইয়া রাসুল আল্লাহ । সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সদ্ব্যবহার পাওয়া সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত কে?

নবীজির জবাব : দিলেন তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপরও তোমার মা। তারপর তোমার বাবা।

হাদিস নং ৩১৯

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ধ্বংস হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে! সেই ব্যক্তি যে বৃদ্ধা অবস্থায় তার বাবা মা উভয়কে পেয়েছে অথবা একজনকে পেয়েছে অথচ তাদের খেদমত করে বেহেস্ত যেতে পারল না । (মুসলিম)

বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে মাতাপিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য:

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য পালন যে কত গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ মানবজীবনের অখণ্ডনীয় দলিল কুরআন এবং মানব আদর্শের প্রতীক হাদীসে প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না এবং মাতাপিতার সাথে উত্তম আচরণ কর।"

মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।” হিন্দু শাস্ত্রে মায়ের স্থান উল্লেখ করে বলেছে, “জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।” বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকে আছে, "মাতাপিতার সেবা করাই সবচেয়ে উত্তম।

ইসলামী শরীয়তে পিতা-মাতার মর্যাদা

পিতা-মাতা দুনিয়ার সবচেয়ে কাছের মানুষ বা আপন জন। মাতা পিতার খেদমত করতে পারা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। মেয়েরা যে রজনীতে যে ১৪ টি বিষয় স্থির হয়, প্রথমটি হলো আল্লাহর সাথে কারো শরিক না করা। এরপরে হচ্ছে মাতা পিতার হক বা অধিকার এবং সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য, করণীয় ও পালনীয়। ইসলামী শরীয়াতে পিতা-মাতাকে অনেক বেশি মর্যাদা দান করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তার ওপর বিশ্বাসের পরই, পিতা মাতার সাথে এহসান করা আবশ্যক করে দিয়েছেন । তাদের আদেশ নির্দেশ বিরোধী না হলে তা মেনে চলা নির্দেশ দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করছেন, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তুমি উহ শব্দটিও উচ্চারণ করো না। এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে কথা বল। আর তাদের প্রতি নম্রতার বাহু অবনমিত কর। এবং বল হে আমার প্রতিপালক, তুমি তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটবেলায় দয়া করে লালন পালন করেছিলেন।

(সুরাবনী ইসরাইল আয়াত ২৩ - ২৪)

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা, তার ইবাদতের পর পরই পিতা-মাতাকে মর্যাদা দান করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর ইবাদত করা যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য বা ফরজ, ঠিক তেমনি পিতা-মাতার সেবা করাও সাথে সদ্ব্যবহার করাও সন্তানের উপর অপরিহার্য বা খরচ করা হয়েছে। (শারহু ছহিহিল বুখারী ৯/১৮৮)

পিতা মাতা পরম আত্মীয়

আত্মার সঙ্গে যার সম্পর্ক বা রক্তের সম্পর্কীয় আমরা সাধারণত আত্মীয় বা আত্মীয় সম্পর্ক বলে থাকি । সেই দিক থেকেও পিতা-মাতা আমাদের সবচেয়ে বেশি কাছে বা পরম আত্মীয় বা যাকে আমরা বলতে পারি নিকট আত্মীয়। কারন বাবা মার মাধ্যমে আমরা দুনিয়ার আলো দেখি তাদের রক্তই আমাদের শরীরে প্রবাহিত হয়। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ক্ষুন্নকারি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক হারাম বা নিষিদ্ধ। এই সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বলেন :

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: " তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় করো যার নাম নিয়ে তোমরা পরস্পর একে অন্যের সাহায্য কামনা কর এবং ভয় করো আত্মীয়তার বন্ধন কে।(সূরা নিসা আয়াত নং ১)

আল্লাহ আরো বলেন : " এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলা যেসব আত্মীয়তার সম্পর্ক অখুন্ন রাখার আদেশ দিয়েছেন তারা তা রক্ষা করে। (এরাই প্রকৃত জ্ঞানী এবং এদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাত) । " সূরা রদ আয়াত নং ২১

আল্লাহ তাআলা বলেন "আমি মানুষকে উপদেশ   দিয়েছি মাতা পিতার সঙ্গে সদ্ব্যব্যবহার করার জন্য। "

(সূরা আনকাবুত আয়াত নং ৮)

পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করা আল্লাহর নির্দেশ(ফরজ)

মুসলিম ব্যক্তি তার উপর পিতামাতার অধিকারের ব্যাপারে বিশ্বাস করে, আরও বিশ্বাস করে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার, তাঁদের আনুগত্য ও তাঁদের প্রতি ইহসান করার আবশ্যকতার প্রশ্নে; এটা শুধু এ জন্য নয় যে, তাঁরা তার অস্তিত্ব ও জন্মের উপলক্ষ, অথবা তাঁরা তার জন্য এমন সুন্দর

সুন্দর ও ভালো ভালো অবদান রেখেছেন, যা তাকে প্রতিদান স্বরূপ তাঁদের সাথে সেরূপ উত্তম আচরণ করতে বাধ্য করে, বরং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার আবশ্যকতার অন্যতম কারণ হল- আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের আনুগত্য করাকে ওয়াজিব (আবশ্যক) করে দিয়েছেন এবং সন্তানের উপর পিতামাতার আনুগত্য করা ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার বিষয়টিকে তিনি ফরজ করে দিয়েছেন, এমনকি তিনি বান্দা কর্তৃক একমাত্র তাঁর ইবাদত করার আবশ্যকীয় অধিকারের সাথে এ বিষয়টিকে সংযুক্ত করে দিয়েছেন; আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

“আর তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ‘ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। আর মমতাবেশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।” (সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩ – ২৪)

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন: “আর আমরা মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ফিরে আসা তো আমারই কাছে।”(সূরা লুকমান, আয়াত: ১৪)

আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়া এবং কারও প্রাপ্য আটক করে অন্যায়ভাবে কোন কিছু নেওয়াকে; আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় করেছেন: অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করাকে।”(বুখারী, হাদিস নং- ২২৭৭; মুসলিম, হাদিস নং- ৪৫৮০)

তিনি আরও বলেন:“আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম: অবশ্যই সতর্ক করবেন, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তখন তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা— একথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে বসাছিলেন, এরপর (সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন: মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া; মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং ক্রমাগত তিনি একথাগুলো বলে চললেন, এমনকি

(বর্ণনাকারী আবূ বাকরা রা. বললেন) আমি বললাম: তিনি মনে হয় থামবেন না।”(বুখারী, হাদিস নং- ৫৬৩১; মুসলিম, হাদিস নং- ২৬৯)

পিতা-মাতার প্রতিদান অপরিশোধযোগ্য

পিতা মাতার প্রতিদান অপরিষদ যোগ্য এই প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সন্তান তার পিতার অনুগ্রহের দায় কোনভাবেই শোধ করতে সক্ষম নয়। তবে এমন যদি হয় যে পিতাকে ক্রীতদাস রূপে পেল, এবং খরিদ করে মুক্ত করে দিল তাহলে কিছুটা শোধ হবে বলে আশা করা যায়। " (মুসলিম) হাদিস নং ৩১৫

সুতরাং এই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রতিদান অপরিশোধ যোগ্য। যা শোধ করা যায় না পুরোপুরি ভাবে তো একদমই না।

পিতা -মাতার সাথে এহসান করা

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : আল্লাহর প্রথম ফয়সালা হবে আল্লাহর এবাদত করার, দ্বিতীয় নাম দ্বিতীয় ফয়সালা হচ্ছে পিতা মাতার সাথে এহসান করা। এহসান মানে ভালো করতে হবে মাতা পিতার সাথে। তার মানে বুঝা গেল হবে, আল্লাহর আর এহসান ভালো আচরণ হবে পিতা-মাতার। এহসান মানে সদাচরণ, এহসান খেদমত,এহসান মানে তাদের জন্য খরচ করা,সন্তানের সম্পদ ও সামর্থ্য পিতা-মাতার সামনে বিলিয়ে দেওয়া। তাদের খেদমতে নিয়োজিত থাকা। আল্লাহ নিজে আরো এহসানের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন : আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করছেন, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তুমি উহ শব্দটিও উচ্চারণ করো না। এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে কথা বল। আর তাদের প্রতি নম্রতার বাহু অবনমিত কর। এবং বল হে আমার

প্রতিপালক, তুমি তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটবেলায় দয়া করে লালন পালন করেছিলেন। (সুরাবনী ইসরাইল আয়াত ২৩ - ২৪)

কারণ আমরা যখন ছোট ছিলাম বাবা-মাকে কষ্ট দিয়েছি অনেক। শীত গরম নাই আমরা অসুস্থ হলে তারা আমাদের সেবা। নিজেদের কথা কখনো চিন্তা ভাবনা করে না সব সময় আমাদের বা সন্তানের কথা আগে চিন্তা ভাবনা করে৷ তাই আমাদেরও উচিত তাদের প্রতি বিরক্ত ভাব প্রকাশ না করা, তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে না দেওয়া, বরং সব সময় তাদের প্রতি এহসান করা।

পিতা-মাতার উপহার ফেরতযোগ্য

ইসলামে উপহার দেওয়া ও নেওয়া কে সুন্নাত বলা হয়েছে। উপহার দেওয়া ও নেওয়ার মাধ্যমে একে অপরের বা পর পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। সাথে ইবাদত হয়ে যায়, নেকিও পাওয়া যায়। তাই কেউ কাউকে উপহার দিলে সেটা পুনরায় নিজের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া গ্রহণযোগ্য বা ফেরত যোগ্য নয়। অর্থাৎ কাউকে কোনো উপহার দিলে ফেরত নেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মাতার ক্ষেত্রে। কারন পিতা-মাতার আর ফেরত যোগ্য। সন্তানের নিকট পিতা মাতার অধিক মর্যাদার কারণে দেওয়া উপহার, ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। এই বিষয়ে হাদিসে এসেছে যে : "ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাস

(রা) থেকে বর্ণিত আছে যে উপহার প্রদানের পর তা আবার ফিরিয়ে নেওয়া কারো জন্য বৈধ নয়। তবে পিতা তার সন্তানকে দেওয়া উপহার ফিরিয়ে নিতে পারে। যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দিয়ে তা আবার ফিরিয়ে নেয় সে হলো কুকুরের মত, সে খায় যখন পেট ভরে যায় তখন বমি করে এবং পরে নিজের বমি নিজেই খায়।

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্যের বেলায় উপহার ফেরত যোগ্য না হলেও পিতা মাতার উপহার ফেরত যোগ্য।

পিতা মাতা দোয়া কবুলের মাধ্যম

পিতা-মাতা যদি সন্তানের খাস দিলে কাছে কোন দোয়া চায় বা দোয়া করেন তাহলে আল্লাহ তাদের দোয়া ফিরিয়ে দেন না। পিতা-মাতা যদি সন্তানের জন্য ভালো দোয়া করেন তাহলে

তাই কবুল হয়। আবার তারা যদি সন্তানের জন্য বদদোয়া করেন তাহলে তাদের বদদোয়া কবুল হয়। আসলে পিতা মাতা তো কখনো সন্তানের খারাপ চান না। সন্তানের নিজের মূর্খতা বসত পিতা মাতা কে যে কষ্ট দেয় সেই কারণে পিতা-মাতার অন্তরে যে হাহাকার বা হাই বা কষ্ট অনুভব করেন সেটাই সন্তানের জন্য বদদোয়া বা খারাপ দোয়া হয়ে যায়। তাই সন্তানদের কখনো পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করা উচিত না। মূর্খতা বসত করলেও পিতা মাতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে ইনশাআল্লাহ। যাতে করে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জন করা যায়।

হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন ব্যক্তির দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়। এক মাজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া, এবং তিন সন্তানের জন্য পিতার দোয়া । তবে সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার দোয়া করা সমীচীন নয়।

সন্তানের উচিত নিজেদের চাওয়া পাওয়া গুলোর জন্য তাদের পিতা-মাতার মাধ্যমে দোয়া করানো। নাকি বিভিন্ন পীর বা মাজার এদের মাধ্যমে।

বরকত লাভের উপায় :

পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করলে, তাদের কথা আদেশ,নির্দেশ মেনে চললে জীবনে অনেক বরকত পাওয়া যায়। এটা হোক দুনিয়াতে হোক আখেরাতে। আসলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হলে যে কোন কাজ সহজ জীবন বরকতম হয়ে যায়। আর পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন। তাই সন্তানদের যখনই কোন বালা মসিবত বা কঠিন কাজ চলে আসে, জীবন পরীক্ষা মনে হয় তখন দের উচিত আরও বেশি করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মা বাবার সাথে উত্তম ব্যবহার করা। তাদের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা। তাদের সেবা যত্ন করা, তারা কোন হুকুম দিলে তা শরিয়া বিরোধী না হলে মান্য করা। ফলে দেখা যাবে কঠিন কাজ গুলোও বা পরীক্ষার সময় গুলো সহজ হয়ে যাবে। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে এটা অনুভব করেছি একবার না অনেক বার আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ।

আবার কুরআন ও হাদিসে আছে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাও জীবনে বরকত লাভের উপায়। আর পিতা-মাতাই তো আমাদের সবচেয়ে আপন ও কাছের আত্মীয় ।

মায়ের মর্যাদা

মা, মা, মা এবং বাবা

সন্তান গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান, বুদ্ধ পান করানো এই সমস্ত কাজ কেবল মায়ের এক মায়েরাই করে থাকেন। এজন্য মাকে তিন গুণ বেশি মর্যাদা দান করেছেন। এরপরের ক্ষেত্রগুলোতে পিতা-মাতার সমান অবদান থাকে।

"পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য মানবজাতিকে আমি উপদেশ প্রদান করেছি। কেননা তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, অনবরত কষ্ট সহ্য করেছেন। তারপর দুধ পান করিয়েছেন, কাঁধে বহন করেছেন, এবং দু বছরের মাথায় তাকে দুধ ছাড়িয়েছেন। সুতরাং আমারও শুকরিয়া আদায় এবং পিতা মাতারও শুকরিয়া আদায়। (সূরা লোকমান আয়াত ১৪)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জৈনিক ব্যক্তি নবীজির দরবারে এসে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি হক কার প্রাপ্য?

নবীজি সাঃ জবাবে বললেন তোমার মা, লোকটি জিজ্ঞেস করল, তারপর? নবীজি বলেন: তোমার মা। তারপর? তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল তারপর? নবীজি জবাবে বললেন তোমার পিতা। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে : ইয়া রাসুল আল্লাহ । সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সদ্ব্যবহার পাওয়া সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত কে?

নবীজির জবাব : দিলেন তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপরও তোমার মা। তারপর তোমার বাবা।

মা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহশীল হওয়ার কারণে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা আয়েশা (রা) এর কাছে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দেন। সে তার ছেলে দুটিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়। তারা খেজুর দুটি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকাল এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইল। মা খেজুরটি দুই টুকরো করে দুই ভাইকে অর্ধেক করে দিল। নবীজি সাঃ ঘরে আসলে আয়েশা (রা) তাকে বিষয়টি জানালেন। তখন নবীজি বললেন, এতে অবাক হওয়ার কি আছে? সেটা ছেলে দুটির প্রতি দয়া ও মমতাময়ী হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন। (বুখারী আল আদাবুল মুফরাদ, হাদিস ৮৯, সনদ।সহিহ।

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত

মা এত মর্যাদাবান যে, তার পায়ের নিচে সন্তানের জন্য জান্নাত রয়েছে।

হাদিসে এসেছে যে, মুয়াবিয়াহ বিন জাহেমাহ আল সুলামি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন যে জাহেমাহ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সাথে পরামর্শ করার জন্য এসেছি। নবীজি আমাকে বলেন তোমার কি মা আছে? আমি বললাম হ্যাঁ। নবীজি বললেন তুমি তার নিকট থাকো, কেননা জান্নাত তার পায়ের নিচে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেন তোমার কি পিতা-মাতা আছেন? আমি বললাম হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন তুমি তাদের নিকট থাকো। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নিচে।

পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ ‘পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার ক্রোধে আল্লাহর ক্রোধ’।[12] আবুদ্দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি শামে তার নিকটে এসে বলল, আমার মা, অন্য বর্ণনায় আমার পিতা বা মাতা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে বারবার তাকীদ দিয়ে বিয়ে করালেন। এখন তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল অতটুকু বলব, যতটুকু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبواب الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّعْ ‘পিতা হ’লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি চাইলে তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার’। শারহুস সুন্নাহ হা/৩৪২১; আহমাদ হা/২৭৫৫১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপসন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তাতে অস্বীকার করি। তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ’লে তিনি বলেন, أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا، فَطَلَّقْتُهَا ‘তুমি তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও। অতঃপর আমি তাকে তালাক দিলাম’।[14] ঈমানদার ও দূরদর্শী পিতার আদেশ মান্য করা ঈমানদার সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পুত্র ও তার স্ত্রী উভয়ে ধার্মিক ও আনুগত্যশীল হ’লে ফাসেক পিতা-মাতার নির্দেশ এক্ষেত্রে মানা যাবে না। একইভাবে সন্তান ছহীহ হাদীছপন্থী হ’লে বিদ‘আতী পিতা-মাতার ধর্মীয় নির্দেশও মানা চলবে না। কারণ সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান অগ্রাধিকার পাবে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় আমল

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : « الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا » . قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » , قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . (متفق عليه) .

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন আমল সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়? জবাবে তিনি বললেন: সময় মত সালাত আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।"

পিতা মাতার আদেশ বা তাদের কাজে সহযোগিতা করা, তাদের আদেশ নির্দেশ মেনে চলা, নফল ইবাদত থেকেও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। এমনকি এই হাদিসের বলে থাকেন যে, যদি কোন ইবাদতের মাঝে পিতা-মাতা কোন কাজের আদেশ বা হুকুম করেন তাহলে তা আগে মান্য করা তারপর নফল এবাদত করতে হবে। উপরে হাদিস থেকে জানা যায় যে এই হাত থেকেও পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করা আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয় আমল। এবং জান্নাত লাভের সহজ উপায়।

এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করল, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করে বললেন:

« أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : « فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ » . (متفق عليه).

"তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি? সে বলল: হ্যাঁ, তিনি বললেন: তুমি তাঁদের নিকট অবস্থান কর এবং সাধ্যমত তাঁদের সেবা কর।"

بَابٌ تَحْرِيمِ الْعُقُوقِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِيمِ .

মাতা-পিতার অবাধ্যতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম প্রসঙ্গ

٣٣٨. قَالَ رَسُولُ اللهِ : وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ﷺ لا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاثًا - قُلْنَا : بَلَى :
يَا رَسُولَ اللهِ : قَالَ : الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ، وَعُقُونَ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُنْكِنًّا نَجْلَسَ، فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلُ الزَّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُهَا
حَتَّى قلنا : لَيْنَهُ سَكَتَ - اسْتَقَنَّ عَلَيْهِ)

হাদীস নং- ৩৩৮। হযরত আবূ বাকরা নুফেই ইবনি হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: মহানবীদের ইরশাদ করেছেন: "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব? বাক্যটি নবীজীর তিনবার ইরশাদ তরলেন। আমরা বললাম: হ্যাঁ, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। নবীজী প্রানে ইরশাদ করলেন: তা হচ্ছে, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, মাতাপিতার নাফরমানী করা।" তখন নবীজীর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর নবীজীপ্রানে উঠে বসলেন এবং বললেন: 'মনে রেখো। মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াও কবীরা গুনাহ্।" নবীজীর বাক্যটি অনবরত অনেকক্ষণ বলতে থাকলেন। আমরা মনে মনে বললাম: হায়। নবীজীর যদি ক্ষান্ত হতেন। (বুখারী ও মুসলিম) জিয়াদুস সালেহীন-১৪ (ক)

আল্লাহ বলেছেন যে, শাসন ক্ষমতা লাভ করলে অনেকটা নিশ্চিত তোমরা (মুনাফিকরা) পৃথিবীতে অনর্থক সৃষ্টি করবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, এদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ করেছেন এবং অতঃপর তাদের বধির ও দৃষ্টিহীন করেছেন। (সূরা মুহাম্মদ আয়াত ২২-২৩)

এবং যারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকাপোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করে,আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন তার ছিন্ন করে এবং ফাসাদ অশান্তি সৃষ্টি করে, তারা ওইসব লোক যাদের জন্য অভিশাপ অবধারিত এবং কতই না মন্দ ঠিকানা তাদের (জাহান্নাম)।(সুরা রা'দ : আয়াত ২৫)।

অবাধ্য সন্তানের উপর আল্লাহ অভিশাপ

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের উপর আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ যে মা-বাবাকে গালি দেয় আল্লাহ তাকে লা'নত করেন। -(ইবনে হাব্বান)

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহপাক সকল গুনাহের শাস্তি যত দিন ইচ্ছা বিলম্বে করেন, এমনকি তা কেয়ামত পযর্ন্ত বিলম্বিত করেন. কিন্তু মা-বাবার সাথে অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই করে থাকেন। অর্থাৎ কিয়ামতের আগেই দুনিয়ার জীবনেই তার শাস্তি শুরু হয়ে যায়।-(হাকেম)

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ যে লোক পিতা-মাতার অবাধ্য কিংবা তাদের সাথে অসৎ ব্যবহার কওে, তাকে দ্রুত শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তার হায়াত কমিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি পিতা-মাতার বাধ্য, আল্লাহ তার হায়াত বাড়িয়ে দেন, যেন সে বেশী বেশী ভাল কাজ করে অধিক সওয়াব ও মঈল লাভ করতে পারে। মাতা-পিতার প্রতি এভাবেও ভাল আচরণ করা যায় যে, তারা যখন অক্ষম হয়ে পড়েন তখন তাদের চাহিদা অনুযায়ী অভার পূরণ করে দেওয়া।-(ইবনে মাজা)

এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে নিবেদন করলেন , ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতা আমার সম্পদ বিন্ষ্ট করে দিতে চান। তিনি বললেন ঃ তুমি ও তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতার জন্য।

অর্থাৎ সন্তানের সম্পদ ও আয়ে পিতা-মাতার হক আছে। তারা যদি সন্তানের অর্থ কোথাও ব্যয় করেন তার জন্য পিতার-মাতার কাছে কৈফিয়াত চাওয়া বা বকাবকি করা উচিত নয়।

পিতা-মাতার শরী‘আত বিরোধী আদেশ ব্যতীত সবকিছু মানতে হবে

আল্লাহ বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ‘আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ’লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে চলবে’ (লোকমান ৩১/১৫)।

এখানে শিরক বলতে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করা। একইভাবে আল্লাহর বিধানের সাথে অন্যের বিধানকে শরীক করা বুঝায়। ধর্মের নামে ও রাষ্ট্রের নামে মানুষের মনগড়া সকল বিধান এর মধ্যে শামিল। অতএব পিতা-মাতা যদি সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ দেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য নয়। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে সদাচরণ করবে।

মুছ‘আব বিন সা‘দ তার পিতা সা‘দ বিন খাওলা হ’তে বর্ণনা করেন যে, আমার মা একদিন আমাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেননি? فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ‘অতএব আল্লাহর কসম! আমি কিছুই খাবো না ও পান করবো না, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদের সাথে কুফরী করবে’ (আহমাদ হা/১৬১৪)।

ফলে যখন তারা তাকে খাওয়াতেন, তখন গালের মধ্যে লাঠি ভরে ফাঁক করে তরল খাদ্য দিতেন। এভাবে তিন দিন পর যখন মায়ের মৃত্যুর উপক্রম হ’ল, তখন সূরা আনকাবূত ৮ আয়াত নাযিল হ’ল, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- ‘আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে এমন কিছুর সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে’ (আনকাবূত ২৯/৮)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মা বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি খাব না ও পান করব না, এভাবেই মরে যাব। তখন তোমাকে লোকেরা তিরষ্কার করে বলবে, يَا قَاتِلَ أُمِّهِ ‘হে মায়ের হত্যাকারী’! আমি বললাম, يَا أُمَّاهُ! لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِينِي هَذَا فَإِنْ شِئْتِ

فَكُلِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي ‘হে মা! যদি তোমার একশ’টি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন ছাড়ব না। এখন তুমি চাইলে খাও, চাইলে না খাও! অতঃপর আমার এই দৃঢ় অবস্থান দেখে তিনি খেলেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হ’ল। সা‘দ (রাঃ) বলেন, আমার কারণে এভাবে মোট ৪টি আয়াত নাযিল হয়েছে।

বস্তুততঃ এমন ঘটনা সকল যুগে ঘটতে পারে। তখন মুমিনকে অবশ্যই দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মুশরিক পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ

(ক) আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মুশরিক মা আমার কাছে এসেছে। আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সদ্ব্যবহার কর’।[3] ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, ঘটনাটি ছিল হোদায়বিয়া সন্ধি থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কার। যখন তিনি তার মুশরিক স্বামী হারেছ বিন মুদরিক আল-মাখযূমীর সাথে ছিলেন (ফাৎহুল বারী)।

(খ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার মা ছিলেন মুশরিক। একদিন আমি তার নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেন, যা আমার নিকট খুবই অপসন্দনীয় ছিল। তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে কাঁদতে লাগলাম এবং তার হেদায়াতের জন্য দো‘আ করতে বললাম। অতঃপর তিনি দো‘আ করলেন। এরপর আমি বাড়িতে ফিরে এসে দরজা নাড়লে ভিতর থেকে মা বলেন, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। তারপর তিনি গোসল সেরে পোষাক পরে দরজা খুলে দেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তার ইসলাম ঘোষণা করেন।

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কেন করবে?

আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ- '(আল্লাহ বলেন,) আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তনস্থল আমার কাছেই' (লোকমান ৩১/১৪)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا- 'আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস' (আহক্বাফ ৪৬/১৫)।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস (কুরতুবী)। কেননা বাচ্চাকে দু'বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে মায়েদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ- 'জন্মদানকারিনী মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়' (বাক্বারাহ ২/২৩৩)।

মানুষ তার পিতা-মাতার মাধ্যমেই দুনিয়াতে এসেছে। অতএব তারাই সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ বলেন, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا- 'নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না'। 'আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হ'তে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন' (দাহর ৭৬/১-২)।

পিতা-মাতার সেবা জিহাদে গমনের চাইতে উত্তম

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে বলল, আমি আপনার নিকটে হিজরত ও জিহাদের উপরে বায়‘আত করতে চাই। যার দ্বারা আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার পিতা-মাতার কেউ জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। বরং দু’জনেই বেঁচে আছেন। আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এরপরেও তুমি আল্লাহর নিকট পুরস্কার আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ‘তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান কর এবং তাদের কাছেই জিহাদ কর’ *(মুসলিম হা/২৫৪৯ (৫-৬)*।

তিনি আরও বলেন, فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ ‘তুমি তাদেরকে হাসাও, যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়‘আত নিতে অস্বীকার করলেন’।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা কখনো কখনো জিহাদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে সন্তানের উপর জিহাদে যাওয়া হারাম হবে, যদি তাদের মুসলিম পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা কোন একজন জিহাদে যেতে নিষেধ করেন। কেননা তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য ‘ফরযে ‘আয়েন’। পক্ষান্তরে জিহাদ করা তার জন্য ‘ফরযে কিফায়াহ’। যা সে না করলেও অন্য কেউ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হুকুমে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট কোন আমল সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সেবা করা। বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা’।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’।[8] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা করার স্থান জিহাদে গমন করার উপরে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ’ল, তিনি কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না’।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন।

অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন।

লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার আমীন বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ'ল না। পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'।

২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অতঃপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'।

অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বর্ণনা করা হ'ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করলো না। অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করলো। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'।

সন্তান হ'ল পিতা-মাতার পবিত্রতম উপার্জন

'আমর বিন শু'আইব তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমার সম্পদ আছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। নিশ্চয়ই তোমাদের

সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর'।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ- 'নিশ্চয়ই সবচেয়ে পবিত্র খাদ্য হ'ল যা তোমরা নিজেরা উপার্জন কর। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জনের অংশ' *(তিরমিযী হা/১৩৫৮)*।

উক্ত বিষয়ে জাবের ও আব্দুল্লাহ বিন 'আমর প্রমুখ ছাহাবী থেকেও ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, অনেক ছাহাবী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদ থেকে যতটুকু ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। তবে কেউ কেউ বলেন, কেবল প্রয়োজন অনুপাতে নিতে পারেন' *(তিরমিযী হা/১৩৫৮-এর ব্যাখ্যা)*।

নেককার সন্তানের সকল নেক আমলের ছওয়াব তার পিতা-মাতা পাবেন। যদি তারা কাফের-মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করেন। পক্ষান্তরে তাদের পাপের অংশ পিতা-মাতা না পেলেও দুনিয়াতে তারা সন্তানের কারণে বদনামগ্রস্থ হবেন। যেভাবে নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য পুত্র জগদ্বাসীর নিকটে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং ছেলেকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করে নবী নূহ (আঃ) আল্লাহর নিকট ধমক খেয়েছিলেন *(হূদ ১১/৪৫-৪৬)*।

অতএব সন্তানদের অবশ্যই পিতা-মাতা ও বংশের সম্মান ও সুনামের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

পিতা-মাতার সেবা বিপদমুক্তির অসীলা

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পূর্ব কালে তিন জন ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে তারা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পতিত হয়। তখন তিন জনে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ গুহা মুখে একটি বড় পাথর ধসে পড়ে। তাতে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিন জনে সাধ্যমত চেষ্টা করেও তা সরাতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকে যে, এই বিপদ থেকে রক্ষার কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা আল্লাহকে খুশী

করার উদ্দেশ্যে জীবনে কোন সৎকর্ম করে থাকলে সেটি সঠিকভাবে বল এবং তার দোহাই দিয়ে আললাহর নিকট প্রার্থনা কর। আশা করি তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তখন একজন বলল, আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান ছিল। যাদেরকে আমি প্রতিপালন করতাম। আমি প্রতিদিন মেষপাল চরিয়ে যখন ফিরে আসতাম, তখন সন্তানদের পূর্বে পিতা-মাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুগ্ধ দোহন করি। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে যান। তখন আমি তাদের মাথার নিকট দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ না তারা জেগে ওঠেন। এ সময় ক্ষুধায় আমার বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট কেঁদে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু আমি পিতা-মাতার পূর্বে তাদেরকে পান করাতে চাইনি। এভাবে ফজর হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঘুম থেকে উঠেন ও দুধ পান করেন। তারপরে আমি বাচ্চাদের পান করাই। اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ ‘হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ’লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও’! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয় জন বলল, হে আল্লাহ! আমার একটা চাচাতো বোন ছিল। যাকে আমি সবচেয়ে ভালবাসতাম। এক সময় তাকে আমি আহবান করলে সে একশ’ দীনার নিয়ে আসতে বলল। আমি বহু কষ্টে একশ’ দীনার জমা করলাম। অতঃপর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। কিন্তু যখন আমি তার প্রতি উদ্যত হ’লাম, তখন সে বলল, يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ ‘হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। আমার সতীত্ব বিনষ্ট করো না’। তৎক্ষণাৎ আমি সেখান থেকে উঠে এলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ’লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও’! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল।

তৃতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আমি জনৈক ব্যক্তিকে এক পাত্র চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করি। কাজ শেষে আমি তাকে প্রাপ্য দিয়ে দেই। কিন্তু সে কোন কারণবশত তা ছেড়ে চলে যায়। তখন আমি তার প্রাপ্যের বিনিময়ে গরু ও রাখাল পালন করতে থাকলাম। অতঃপর একদিন লোকটি আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার উপর যুলুম করো না। আমার পাওনাটা দিয়ে দাও’। তখন আমি বললাম, এই গরু ও রাখাল সবই তুমি নিয়ে যাও। লোকটি বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না’। আমি বললাম, আমি ঠাট্টা করছি না। ঐ গরু ও রাখাল সবই তুমি নিয়ে যাও। অতঃপর লোকটি সব নিয়ে গেল’। হে আল্লাহ!

যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথরের বাকীটুকু সরে গেল এবং আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করলেন'।

এগুলি হ'ল বৈধ অসীলা সমূহের অন্যতম। যাতে কোন রিয়া ও শ্রুতি ছিল না। কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কাম্য ছিল। সেজন্য আল্লাহ উপরোক্ত সৎকর্ম সমূহের অসীলায় তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন|

রেহেম রহমান হ'তে নিঃসৃত

আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ : أَنَا اللهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ- 'আল্লাহ বলেছেন, আমি আল্লাহ, আমি রহমান। আমিই রেহেম সৃষ্টি করেছি। আমি 'রেহেম' শব্দটিকে আমার 'রহমান' নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখবে, আমি তার সাথে যুক্ত থাকব। আর যে ব্যক্তি সেটা ছিন্ন করবে, আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিব'। তিরমিযী হা/১৯০৭; আবুদাঊদ হা/১৬৯৪; মিশকাত হা/৪৯৩০।

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّحِمَ سُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ 'রেহেম শব্দটি রহমান থেকে নিঃসৃত। সেকারণ আল্লাহ বলেছেন,...। বুখারী হা/৫৯৮৮; মিশকাত হা/৪৯২০।

আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ 'রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত। সে বলে, যে আমাকে নিজের সাথে যুক্ত রাখবে, আল্লাহ তাকে যুক্ত রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন'। মুসলিম হা/২৫৫৫; মিশকাত হা/৪৯২১।

জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ 'রেহেমের সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। মুসলিম হা/২৫৫৬; বুখারী হা/৫৯৮৪; মিশকাত হা/৪৯২২

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ 'খোটা দানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। নাসাঈ হা/৫৬৭২; দারেমী হা/২০৯৪; মিশকাত হা/৪৯৩৩

ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُقِرُّ فِى أَهْلِهِ الْخَبَثَ- 'তিন জন ব্যক্তির উপরে আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন। মদ্যপায়ী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূছ। যে তার পরিবারে অশ্লীলতা স্থায়ী রাখে'। আহমাদ হা/৫৩৭২; নাসাঈ হা/২৫৬২; মিশকাত হা/৩৬৫৫।

'দাইয়ূছ' অর্থ যে ব্যক্তি তার পরিবারে ব্যভিচার, ব্যভিচার উদ্রেককারী পরিবেশ, মদ্যপান ও বিভিন্ন ধরনের অনৈসলামী আচরণ জিইয়ে রাখে এবং তা দূরীকরণে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেয় না *(মিরক্বাত)*।

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা কোন পাপই এত জঘন্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত এ দুনিয়াতেই শাস্তি দেন এবং আখেরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন'। তিরমিযী হা/২৫১১; ইবনু মাজাহ হা/৪২১১; আবুদাঊদ হা/৪৯০২; মিশকাত হা/৪৯৩২।

অর্থাৎ অন্যান্য পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতে নাও দিতে পারেন অথবা বিলম্বিত করতে পারেন। কিন্তু বর্ণিত দুই পাপের শাস্তি দুনিয়াতেই আল্লাহ কিছু না কিছু দিয়ে থাকেন। আর আখেরাতে তো থাকবেই। যদি না সে তওবা করে।

পিতা-মাতা হ'লেন রেহেমের সম্পর্কের মূল সূত্র। অতএব পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার হ'ল সর্বাগ্রে। অতঃপর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ এই হাদীছের মধ্যে শামিল। কেননা আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا 'তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন' *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে পরাজিত গোত্র নেতার কন্যা জুওয়াইরিয়াকে বিবাহ করার সূত্রে ঐ গোত্রের বন্দী একশ' পরিবার মুক্তি পায় এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর শ্বশুর গোত্র (أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ) হিসাবে তারা সম্মানিত হয় ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আবুদাঊদ হা/৩৯৩১, সনদ হাসান; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪৩০ পৃ.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় পরলোকগত স্ত্রী খাদীজার বান্ধবীদের কাছে হাদিয়া পাঠাতেন। বুখারী হা/৩৮১৮; মুসলিম হা/২৪৩৫; মিশকাত হা/৬১৭৭।

তিনি সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য তাকীদ দিতেন। এমনকি ঐতিহাসিক ছাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কুরায়েশদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সময়েও তিনি বলেছিলেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا- ‘হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! কেননা আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখি না। তবে তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব’। আহমাদ হা/৮৭১১; মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়; ‘সতর্ক করণ ও ভীতি প্রদর্শন’ অনুচ্ছেদ; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১০১ পৃ.।

মক্কায় যখন খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তারা মৃত ভক্ষণ ও হাড়-হাড্ডি খেতে শুরু করে, তখন শত্রুনেতা আবু সুফিয়ান এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ ‘হে মুহাম্মাদ! তুমি আগমন করেছ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার আদেশ দানের জন্য। এদিকে তোমার কওম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব তুমি আল্লাহর নিকট দো‘আ কর’। তখন রাসূল (ছাঃ) পাঠ করলেন, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ‘অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের, যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে’ *(দুখান ৪৪/১০)*। এর দ্বারা বিরোধী পক্ষকে ক্বিয়ামত প্রাক্কালের অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দো‘আ করলেন এবং মুষলধারে বৃষ্টি নেমে আসে। যা সাত দিন স্থায়ী হয়। তখন তারা এসে অতিবৃষ্টির অভিযোগ করে। ফলে রাসূল (ছাঃ) দো‘আ করেন, اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ‘হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না’। এরপর তারা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়। ফলে তাদের নেতারা বদরের যুদ্ধে ধ্বংস হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى، يَوْمَ بَدْرٍ ‘যেদিন আমরা সর্বোচ্চ গ্রেফতারে পাকড়াও করব, সেদিন আমরা চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেব’ *(দুখান ৪৪/১৬)*, যেটা ঘটে যায় বদরের দিন’ *(বুখারী হা/১০২০)*। মদীনাতেও একই অভিযোগ এলে রাসূল (ছাঃ) একই দো‘আ করেন *(বুখারী হা/১০২১)*। ইসলামের

শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল যুগেই এটা হ’তে পারে। এছাড়াও ক্বিয়ামতের দিন হবে চূড়ান্ত প্রতিশোধ।

৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে কুরায়েশদের সাথে যুদ্ধাবস্থা চলাকালে ইয়ামামা থেকে মক্কাবাসীদের জন্য শস্য আগমন বন্ধ হয়ে গেলে মক্কাবাসীগণ বাধ্য হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে পত্র লেখে। তখন তাঁর নির্দেশে সেখানে পুনরায় শস্য রফতানী শুরু হয়’। ইবনু হিশাম ২/৬৩৮-৩৯; যাদুল মা‘আদ ৩/২৪৮; আল-বিদায়াহ ৪/১৪৯; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪২৬ পৃ.।

এসব ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। যার মূলে হ’ল পিতা-মাতার রক্ত সম্পর্ক।

রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত একবার জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি এবং তাদের দুর্ব্যবহারে ধৈর্য্য ধারণ করি। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যা বলছ, সেরূপ হ’লে তুমি তাদের মুখের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। যতক্ষণ তুমি এই নীতির উপর থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর পক্ষ হ’তে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন। যিনি তাদের ক্ষতি হ’তে তোমাকে রক্ষা করবেন’।মুসলিম হ/২৫৫৮; মিশকাত হা/৪৯২৪।

অকৃতজ্ঞতার পরিণাম হ’ল আগুনের শাস্তি। ‘মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ’ বলার মাধ্যমে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে কেবল আত্মীয়তার বিপরীতে আত্মীয়তা করে। বরং সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যে ব্যক্তি ছিন্ন হবার পরে তা পুনঃস্থাপন করে’।বুখারী হা/৫৯৯১; মিশকাত হা/৪৯২৩।

কেননা সেটাই হবে প্রকৃত আত্মীয়তা। বাকীটা হবে স্রেফ লৌকিকতা। আত্মীয়তা সর্বদা আত্মার সাথে সম্পর্কিত। যেখানে আত্মার সংযোগ নেই, সেখানে আল্লাহর রহমত নেই। আর আত্মীয়তার মূলে হ'লেন পিতা-মাতা। তাই তাঁদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখাই হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে ত্রুটি থাকলে বাকী সব সম্পর্কই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আত্মীয়তায় জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পায়

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকায় প্রশস্ততা ও আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন তার আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করে'। বুখারী হা/৫৯৮৬; মুসলিম হা/২৫৫৭; মিশকাত হা/৪৯১৮।

সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِى الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ 'তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো'আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না সৎকর্ম ব্যতীত'। তিরমিযী হা/২১৩৯; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/১৫৪।

অর্থাৎ যে সব বিষয় আল্লাহ দো'আ ব্যতীত পরিবর্তন করেন না, সেগুলি দো'আর ফলে পরিবর্তিত হয়। আর 'সৎকর্মে বয়স বৃদ্ধি পায়' অর্থ *ঐ* ব্যক্তির আয়ুতে বরকত বৃদ্ধি পায়। যাতে নির্ধারিত আয়ু সীমার মধ্যে সে বেশী বেশী সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করে এবং তা তার আখেরাতে সুফল বয়ে আনে *(মিরক্বাত, মির'আত)*। কেননা মানুষের রূযী ও আয়ু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে কোন কমবেশী হয় না। ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩; আ'রাফ ৭/৩৪; বুখারী হা/৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

আর এটা বাস্তব সত্য যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষ খুব সহজে সৎকর্ম করার সুযোগ পায়। তাছাড়া পরস্পরের মর্যাদা রক্ষায় ও বিপদাপদ হ'তে নিরাপদ থাকায় তারা একে অপরের সহযোগী হয়।

পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের কোন সৎকর্ম কবুল হয় না

আবু উমামাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ: عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِقَدْرٍ- ‘তিনজন ব্যক্তির কোন দান বা সৎকর্ম আল্লাহ কবুল করেন না : পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, খোটা দানকারী এবং তাক্বদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি’। ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৫৪৭; ছহীহাহ হা/১৭৮৫।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের কর্তব্য

প্রথম করণীয় হ’ল, তাঁদের ঋণ পরিশোধ করা ও অছিয়ত পূর্ণ করা। অতঃপর মীরাছ বণ্টন করা *(নিসা ৪/১১)*। অতঃপর পিতা-মাতার জন্য দো‘আ করা, ছাদাক্বা করা এবং ইল্ম বিতরণ করা। আরেকটি হ’ল তাদের পক্ষ হ’তে হজ্জ করা। ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১০; তালখীছ ৭৬।

তবে এজন্য উত্তরাধিকারীকে প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে। আবুদাঊদ হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ হা/২৯০৩; মিশকাত হা/২৫২৯ ‘মানাসিক’ অধ্যায়-১০।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতে সৎকর্মশীল বান্দার মর্যাদার স্তর উঁচু করবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে এটা আমার জন্য হ’ল? তিনি বলবেন, بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ‘তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে’ আহমাদ হা/১০৬১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪ ‘ইস্তিগফার ও তওবা’ অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।

এজন্য সন্তানকে সর্বদা দো‘আ করতে হবে,رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا- *(রব্বির্‌হাম্‌হুমা কামা রব্বাইয়া-নী ছগীরা)* ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন’ *(ইসরা ১৭/২৪)*।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ- *(রব্বানাগফিরলী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিলমু মিনীনা ইয়াউমা ইয়াক্বূমুল হিসা-ব)* ‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাকে ও আমার

পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দন্ডায়মান হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪১)*।

ছাদাক্বার মধ্যে ঐ ছাদাক্বা উত্তম, যা ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ, যা সর্বদা জারি থাকে ও স্থায়ী নেকী দান করে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল ইল্ম বিতরণ করা। যে ইল্ম মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর পথ দেখায় এবং শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্যে উচ্চতর ইসলামী গবেষণা খাতে সহযোগিতা প্রদান করা, সেজন্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা করা। বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

অতঃপরমসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ও পরিচালনা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদ করা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

জানা আবশ্যক যে, ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ দু'ভাবে হতে পারে। (১) মৃত ব্যক্তি স্বীয় জীবদ্দশায় এটা করে যাবেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। কারণ মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে *(নাজম ৫৩/৩৯)*। (২) মৃত্যুর পরে তার জন্য তার উত্তরাধিকারীগণ বা অন্যেরা যেটা করেন। সাইয়িদ রশীদ রিযা বলেন, দো'আ, ছাদাক্বা (ও হজ্জ)-এর নেকী মৃত ব্যক্তি পাবেন, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ সকলে একমত। কেননা উক্ত বিষয়ে শরী'আতে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মির'আত ৫/৪৫৩।

আরেকটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহর ধরন পরিবর্তন হয়ে থাকে। অতএব যেখানে বা যাকে এটা দেওয়া হবে, তার গুরুত্ব ও স্থায়ী কল্যাণ বুঝে এটা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হবে, যেন উক্ত ছাদাক্বা ধর্মের নামে কোন শিরক ও বিদ'আতের পুষ্টি সাধনে ব্যয়িত না হয়। যা স্থায়ী নেকীর বদলে স্থায়ী গোনাহের কারণ হবে। ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে তার আয় ও ব্যয় দু'টিরই হিসাব দিতে হবে। তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭ 'হৃদয় গলানো' অধ্যায়-২৬, পরিচ্ছেদ-২; ছহীহাহ হা/৯৪৬

অতএব ছাদাক্বা দানকারীগণ সাবধান!

পিতা-মাতা না থাকলে খালা-ফুফুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড় পাপ করেছি। আমার কি কোন তওবা আছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কি খালা আছে? সে বলল, আছে। তিনি বললেন, তাহ'লে তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর'। তিরমিযী হা/১৯০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৫।

বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন,الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ 'খালা হ'লেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত'।বুখারী হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/৩৩৭৭ 'বিবাহ' অধ্যায়।

একইভাবে চাচা ও মামু সমান মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আবু ত্বালিবের নিকটে লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং হিজরতের পর মদীনায় স্বীয় দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৮-৬৯ ও ২৩৯ পৃ.।

অত্র হাদীছে 'বড় পাপ' বলতে ব্যক্তির নিকটে বড় পাপ হিসাবে গণ্য হয়েছিল। যদিও সেটি ছোট পাপ ছিল। অথবা সেটি আসলেই বড় পাপ ছিল। কিন্তু সে খালেছ তওবা করেছিল। আর খালেছ তওবাকারী ব্যক্তির পাপ আল্লাহপাক ক্ষমা করেন ও তা পুণ্যে পরিবর্তন করে দেন *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*। জানা আবশ্যক যে, ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কবীরা গোনাহে পরিণত হয় এবং কবীরা গোনাহ তওবা করলে মাফ হয়ে যায়। আর তওবা ব্যতীত কবীরা গোনাহের কোন ক্ষমা হয় না *(নাজম ৫৩/৩২; তাহরীম ৬৬/৮)*।

খালা মায়ের দিক দিয়ে এবং ফুফু পিতার দিক দিয়ে সন্তানের সর্বাধিক নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের পরেই বলেছেন, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ 'অতঃপর যে তোমার সর্বাধিক নিকটবর্তী তার সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৯১১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফা পাহাড়ে উঠে যেদিন কুরায়েশগণকে তাওহীদের আহবান জানান, সেদিন নিজ কন্যা ফাতেমার পরেই يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ 'হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু ছাফিয়া' বলে তাঁকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার আহবান জানিয়েছিলেন। বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৬; মিশকাত হা/৫৩৭৩।

এতে বুঝা যায় যে, খালা ও ফুফু একই মর্যাদার অধিকারী।

পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّىَ- 'সবচেয়ে বড় সদ্ব্যবহার হ'ল পিতার অবর্তমানে তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা'। মুসলিম হা/২৫৫২ (১৩); মিশকাত হা/৪৯১৭।

এতে বুঝা যায় যে, পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী সন্তান পিতার বন্ধুর কাছেও সদ্ব্যবহার পেয়ে থাকে। আর পিতার বন্ধুও তাকে নিজ সন্তানের মত স্নেহ করে থাকেন। এভাবেই সে সমাজে সম্মানিত হয়।

পিতা হ'লেন পরিবারের আমীর

ইসলামী সমাজ হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সমাজ। যা আল্লাহর বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে ইমামের আনুগত্যের মাধ্যমে যার দৈনন্দিন প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। এর দ্বারা মুসলমানদের জামা'আতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। পরিবার হ'ল সমাজের প্রাথমিক সংস্থা। যা পিতা-মাতা ও সন্তানাদি নিয়ে গঠিত। এই সংস্থা বা সংগঠন পরিচালিত হয় মূলতঃ পিতার মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ 'পুরুষ হ'ল তার পরিবারের দায়িত্বশীল'। বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।

অতএব পিতা হ'লেন তার পরিবারের আমীর। তার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। শিরক বা শরী'আত বিরোধী আদেশ ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করতে হবে। তার আদেশই সর্বদা শিরোধার্য হবে এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা আল্লাহর ক্রোধের কারণ হবে।

পিতা হবেন পরিবার প্রধান এবং মা হবেন গৃহকত্রী। প্রয়োজন মত পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে তারা পরিবার পরিচালনা করবেন। কেননা আল্লাহ বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ 'যরূরী বিষয়ে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

পিতা মাতার হক ১৪ টি

সন্তানের ওপর পিতা–মাতার প্রতি ১৪টি হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি তাঁদের জীবদ্দশায় আর সাতটি তাঁদের ইন্তেকালের পর।

জীবিত অবস্থায় ৭টি করণীয়

১. সম্মান ও শ্রদ্ধা করা,

২. ভালোবাসা,

৩. মান্য করা,

৪. সেবাযত্ন করা,

৫. সুখ–শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা,

৬. প্রয়োজন পূরণ করা ও

৭. দূরে থাকলে দেখা–সাক্ষাৎ করা।

ইন্তেকালের পর ৭টি করণীয় হলো

১. তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা,

২. ইবাদতের মাধ্যমে সওয়াব রেসানি করা,

৩. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সম্মান করা,

৪. তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সাহায্য–সহযোগিতা করা,

৫. তাঁদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা ও তাঁদের কাছে কারও গচ্ছিত আমানত থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা,

৬. বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা ও

৭. কবর জিয়ারত করা।

জীবিত অবস্থায় করণীয়

পিতা-মাতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা

পিতা মাতার আনুগত্য করার মাধ্যমে পিতা-মাতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। মা-বাবা সন্তানের জন্য আল্লাহর পক্ষে থেকে দেওয়া সবচেয়ে বড় নিয়ামত। তারা সব সময় সন্তানের বা কল্যাণের কথা চিন্তা করেন। অনেক সময় পিতা মাতার মতের সাথে সন্তানের মতে অমিল হতেই পারে। এমন অবস্থায় সন্তানের পিতা মাতার আনুগত্য করা। তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার না করা৷ বরং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা, তাদেরকে সম্মান দেওয়া, তাদের কথা মান্য করা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা আল্লাহর এবাদত করো, তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। মাতা পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে, এতিমদের সঙ্গে, অসহায়দের সঙ্গে, আত্মীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে, সঙ্গে সাথীদের, পথিক মুসাফিরের সঙ্গে, এবং যারা তোমাদের মালিকানায় বা অধীনস্থ রয়েছে তাদের সঙ্গে। "(সূরা নিসা আয়াত নং ৩৬)|

আল্লাহ তাআলা বলেন "আমি মানুষকে উপদেশ দিয়েছি মাতা পিতার সঙ্গে সদ্ব্যব্যবহার করার জন্য। " (সূরা আনকাবুত আয়াত নং ৮)

"পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য মানবজাতিকে আমি উপদেশ প্রদান করেছি। কেননা তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, অনবরত কষ্ট সহ্য করেছেন। তারপর দুধ পান করিয়েছেন, কাঁধে বহন করেছেন, এবং দু বছরের মাথায় তাকে দুধ ছাড়িয়েছেন। সুতরাং আমারও শুকরিয়া আদায় এবং পিতা মাতারও শুকরিয়া আদায়। (সূরা লোকমান আয়াত নং ১৪)।

আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করছেন, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার

নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তুমি উহ শব্দটিও উচ্চারণ করো না। এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে কথা বল। আর তাদের প্রতি নম্রতার বাহু অবনমিত কর। এবং বল হে আমার প্রতিপালক, তুমি তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটবেলায় দয়া করে লালন পালন করেছিলেন। (সুরাবনী ইসরাইল আয়াত ২৩ - ২৪)

পিতা মাতাকে ও আনুগত্যর সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নসিহত।

নবীজি সাহাবীদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। কখনো কখনো ওসিয়াত করতেন, কখনো বা নসিহত করতেন। আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন , " আমাকে নয়টি ব্যাপারে ওসিয়াত করেছেন।

- ✓ আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা, যদিও তোমাকে হত্যা করা বা আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।
- ✓ ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ সালাত ত্যাগ করো না, যে ব্যক্তি ইচ্ছায় ফরজ সালাত ত্যাগ করবে, তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নেই।
- ✓ মদ্যপান করো না কেননা তা সকল অনাচারের চাবি।
- ✓ তোমার পিতা মাতার অনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে।
- ✓ শাসকদের সাথে বিবাদে বা তর্কে জড়াবে না,যদিও দেখো তুমি হকের ওপর আছো।
- ✓ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেয়েও না, যদিও তুমি ধ্বংস হও এবং তোমার সাথীরা পালিয়ে থাকে।
- ✓ তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের জন্য ব্যয় কর।
- ✓ তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি তুলে রাখবে না। মানে শরিয়া সম্মত শাসনের মধ্যে রাখবে। এবং
- ✓ তাদের মধ্যে মহান আল্লাহর জাগ্রত রাখবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন "তোমার পিতা মাতার আনুগত্য করবে যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে ও কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে। "

পিতা মাতারকে ভালোবাসা

পিতা মাতার দিকে ভালোবাসা ও মমতা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও নেকি পাওয়া যায় । এ সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত আছে যে, তিন জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকলেও নেকি পাওয়া যায়।

১. কুরআনের দিকে তাকিয়ে থাকলেও নাকি পাওয়া যায়

২. কাবার দিকে তাকিয়ে থাকলো নাকি পাওয়া যায়

৩. পিতা মাতার দিকে তাকিয়ে থাকলো নাকি পাওয়া যায় ।

পিতা মাতার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে। এক সময় তাদের বয়স বেড়ে যায়। তখন তাদের মন-মানসিকতা শিশুদের মত হয়ে যায়। শিশুরা যেমন ভালোবাসা পছন্দ করে, আদর ভালোবাসা পেতে চায়, এমনি পিতা-মাতাও আদর ভালোবাসা পেতে চায়। শিশুরা যেমন উচ্চ স্বরে কথা বলা শুনলে কষ্ট পেয়ে কান্নাকাটি করে তেমনি পিতা-মাতাও উচ্চ বাক্য শুনলে কষ্ট পায়। তাই তাদের সাথে মমতা ও ভালোবাসা দ্বারা কথা বলতে হবে, তাদের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলা যাবে না।

আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করছেন, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তুমি উহ শব্দটিও উচ্চারণ করো না। এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে কথা বল। আর তাদের প্রতি নম্রতার বাহু অবনমিত কর। এবং বল হে আমার প্রতিপালক, তুমি তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটবেলায় দয়া করে লালন পালন করেছিলেন। (সুরাবনী ইসরাইল আয়াত ২৩ - ২৪)

পিতা-মাতাকে মান্য করা

পিতামাতাকে সর্বাবস্থায় মেনে চলতে হবে তাদের আদেশ-নিদেশ মেনে চলতে হবে। শরিয়া বিরোধী কোন কাজ না হলে করতে হবে। এটা মাজার হুকুম বা পিতা-মাতাকে মেনে চলা ওয়াজিব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়াত করেছেন।

“তোমার পিতা মাতার অনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে। ”

পিতা-মাতার সেবা

নিজ পিতা-মাতার খেদমত সন্তানের (ছেলে-মেয়ে উভয়েই) ওপর প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ফরজ ও ওয়াজিব। পুত্রবধূর ওপর শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করা নফল। নফল ইবাদতে কাউকে বাধ্য করা যায় না বা জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। পিতা-মাতা সেবা যত্ন ও আনুগত্য করা কোন সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। সব সময় এবং সর্বাবস্থায় পিতা-মাতা সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু বার্ধক্য উপনীত হলে পিতা-মাতা সন্তানের সেবা যত্নের বেশি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন। এবং তাদের জীবন কোন সময় সন্তানদের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্য অবহেলা দেখলেও তাদের অন্তরে তা গভীর বেদনা ও ক্ষতের সৃষ্টি করে। অপরদিকে বার্ধক্যের কারণে স্বভাবগত ভাবে মানুষের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। তাই কখনো হয়তো বা তারা সন্তানদের সাথে একটু রাগারাগি করে। কিন্তু তারপরও পিতা মাতাকে সেবাযত্ন করতে হবে এমনকি তারা জুলুম করলেও তাদের খেদমত করতে হবে।

অপরদিকে যেহেতু সংসারের রীতি অনুযায়ী নারীদের নিজ পিতা-মাতা ছেড়ে স্বামীর সংসারে যেতে হয় এবং তার পিতা-মাতার সংসারে অন্য আরেকজন নারী বধূ হয়ে আসেন; তাই প্রত্যেক নারী যদি শ্বশুর-শাশুড়িকে পিতা-মাতা জ্ঞান করে সেবা ও খেদমত করেন, তবে সব পিতা-মাতা ও সব শ্বশুর-শাশুড়ি সমানভাবে সেবা ও খেদমত পাবেন। কারণ সব শ্বশুর-শাশুড়িই পিতা-মাতা এবং সব পিতা-মাতাই শ্বশুর-শাশুড়ি। পিতা-মাতার সেবা ও খেদমত ছেলে ও মেয়ে সবার প্রতি সমান দায়িত্ব। শ্বশুর-শাশুড়িরও উচিত পুত্রবধূকে মেয়ে মনে করা এবং সেইরূপ আচরণ করা।

সুখ–শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা

পিতা মাতার চাওয়া পাওয়া অনেক সময় সন্তানের পক্ষে কষ্টকর হয়। আল্লাহ তাআলা এসব অবস্থাতে মনতুষ্ট ও সুখ শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে,আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, একসময় তুমিও তার থেকে বেশি তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তারা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা বাসনা তোমার জন্য কুরবান করেছিলেন, তোমার আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করেছিলেন তেমনি তাদের জন্য আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা কর। পিতা মাতার সুখ শান্তির ব্যবস্থা করা। তারা কোন বিষয়ে চিন্তিত থাকলে সেটা নিরসনের ব্যবস্থা করা। কি বিষয়ে চিন্তিত আছে তা জেনে, তার সমাধান করা।

প্রয়োজন পূরণ করা

ভালো কথা সম্পদ ব্যয় করা খেতে পিতা-মাতাকে উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে কিভাবে খরচ করবে? তুমি বলে দাও যে ধন-সম্পদ হতে তোমরা যা ব্যয় করবে তা তোমাদের পিতামাতা,নিকট আত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় কর । আর মনে রেখো তোমরা যা কিছু সৎকর্ম করে থাকো আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত "। (সূরা বাকারা আয়াত ২১৫)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, "প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় কর, এরপর অবশিষ্ট থাকলে পরীজনের জন্য ব্যয় কর। নিজ পরিজনের জন্য ব্যয় করার পরেও যদি কিছু অবশিষ্ট তবে নিকট আত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর। আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার পরও যদি কিছু থাকে তাহলে এদিক অর্থাৎ ডানে বামে ব্যয় করবে "। আর পিতা মাতা পরিজনের অন্যতম সদস্য। (মুসলিম হাদিস ৯৯৭, মিশকাত হাদিস ৩৩৯২)।

দূরে থাকলে দেখা–সাক্ষাৎ করা

এক সময় পিতা-মাতাও বিষের উপনীত হন। এ সময় তারা শিশু মনা হয়ে যান ফলে তারা শিশুদের মত সঙ্গ চায়। যেমন পিতা মাতা বা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে খেলতে, ঘুরতে বা বেড়াতে চায়, তেমনি পিতা মাতাও বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের সঙ্গ চায়, আত্মীয়স্বজনের বা সন্তানের সাক্ষাৎ চায়। এ সময় সন্তানের জন্য হলো তাদের সাথে অবস্থান করা। এবং তাদেরকে নিজের কাছে রাখা। প্রয়োজনবশত যদি তারা সাথে না থাকে তাহলে তাদের সাথে যে যে সাক্ষাৎকার করা। এই সময় তাদের সঙ্গ দিলে বরকত লাভ করা যায়। বৃদ্ধ পৃথিবীতে আছে বিধায় এ পৃথিবীর কল্যাণ ও বরকতময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রবীন্দ্র সাথেই তোমাদের কল্যাণ বরকত রয়েছে "।(ইবনু হিব্বান হাদিস ৫৫৯, হাকিম হাদিস ২১০,সনদ সহিহ)।

ইন্তেকালের পর করণীয় হলো

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরেও সন্তানের নিকট পরোক্ষভাবে সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। যেমন পিতা মাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের জন্য দোয়া করা, ক্ষমাপ্রার্থনা করা, তাদের ওসিয়ত পূর্ণ করা, তাদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, ঋণ পরিশোধ, করা কাজা সাওম পালন করা, বদলি হজ্জ আদায় করা।

আবু উসাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা নবী করিম সাঃ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বোন ও সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বললেন হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে।

১. তাদের জন্য দোয়া করা

২.তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

৩.তাদের প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা পূর্ণ করা

৪.তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা

তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনামূলক দোয়া করা

পিতা মাতার মৃত্যুর পর করণীয় হলো তাদের জানাযায় সালাত আদায় করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা, তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রিয় মানুষদের শ্রদ্ধা করা ।

সালাত দ্বারা তাদের জন্য আল্লাহর রহমতে দোয়া করা। ইস্তেগফার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা। তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করার অর্থ হলো তাদের ওসিয়ত বাস্তবায়ন করা। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার অর্থ হলো নিকট আত্মীয়দের প্রতি এহসান করা।

পিতা মাতার জন্য সকলকে প্রার্থনা করতে হবে। পিতা মাতার জন্য দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন এবং দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।

অর্থাৎ হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।(সূরা বনী ইসরাইল)

রমজান মা-বাবার হক আদায়ে সচেষ্ট হওয়ার মাস

পিতা–মাতার জন্য করণীয় বিশেষ কিছু আমল: পিতা–মাতার মৃত্যুর পর বা বার্ষিকীগুলোতে প্রচলিত নিয়মে খাওয়া মেজবানির আয়োজন না করে নগদ টাকা গরিব–মিসকিনকে দান করা অধিক উপকারী। পিতা–মাতার জন্য ফরজ ও নফল বদলি হজ ও ওমরাহ করা যায় এবং তাঁদের পক্ষে কোরবানিও করা যায়।

তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সম্মান করা, বন্ধুবান্ধব ও নিকট স্বজনদের সাহায্য–সহযোগিতা করা

পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের সাথে যেমন সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, তেমনি তাদের মৃত্যুর পরে তাদের মুসলিম বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথেও সুসম্পর্ক রাখতে হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ
يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَسْتَ ابْنَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ قَالَ بَلَى. فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ
قَالَ اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِىَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ
تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ
يُوَلِّىَ. وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ.

‘ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হ’তেন তখন তাঁর সঙ্গে একটি গাধা থাকত। উটের সওয়ারীতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ক্ষণিক স্বস্তি লাভের জন্য তাতে আরোহণ করতেন। আর তাঁর সাথে একটি পাগড়ী থাকত, যা তিনি মাথায় বেঁধে নিতেন। একদা তিনি উক্ত গাধায় আরোহণ করে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পাশ দিয়ে একজন বেদুঈন অতিক্রম করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক নও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এতে আরোহণ কর। তিনি তাকে পাগড়ীটিও দান করলেন এবং বললেন, এটি তোমার মাথায় বেঁধে নাও।

তখন তাঁর সঙ্গীদের কেউ কেউ তাকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি এই বেদুঈনকে গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর সওয়ার হয়ে আপনি স্বস্তি লাভ করতেন এবং পাগড়ীটিও দান করলেন, যার দ্বারা আপনার মাথা বাঁধতেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হ’ল কোন ব্যক্তির পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা। আর এই বেদুঈনের পিতা ছিলেন ওমর (রাঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু’।

তাঁদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করা ও তাঁদের কাছে কারও গচ্ছিত আমানত থাকলে তা প্রত্যর্পণ করা

সন্তান পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। আল্লাহ তা‘আলা মীরাছের আলোচনা শেষে বলেন, মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর (নিসা ৪/১১)। তবে নিজ সম্পত্তি থেকে পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের জন্য

বাধ্যতামূলক নয় (ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩২)। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করা পিতা-মাতার খেদমতের অংশ ও অফুরন্ত ছওয়াবের কাজ হওয়ায় সন্তান নিজ দায়িত্বে তা পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। কেননা ঋণ অবশ্য পূরণীয় বিষয়। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদও হয়, তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয় (নাসাঈ হা/৪৬৮৪; মিশকাত হা/২৯২৯)। জাবের (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মারা গেল। আমরা তার গোসল দিলাম, সুগন্ধি মাখালাম ও কাফন পরালাম। অতঃপর আমরা জানাযার জন্য তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কোন ঋণ আছে কি? আমরা বললাম, দুই দীনার ঋণ আছে। তখন তিনি ফিরে গেলেন। তখন আবু ক্বাতাদাহ উক্ত ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিল। অতঃপর আমরা তাঁর নিকটে পুনরায় এলাম এবং আবু ক্বাতাদাহ বলল, উক্ত দুই দীনার পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর রইল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঋণগ্রস্ত নির্ধারিত হ'ল এবং মাইয়েত দায়মুক্ত হ'ল? আবু ক্বাতাদাহ বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযা পড়ালেন। একদিন পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ দুই দীনারের অবস্থা কি? আবু ক্বাতাদাহ বললেন, মাত্র গতকালই লোকটি মারা গেছে। পরের দিন রাসূল (ছাঃ) তার নিকটে পুনরায় এলেন। আবু ক্বাতাদাহ বললেন, আমি তার দুই দীনার পরিশোধ করেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এখন ঐ মাইয়েতের চামড়া ঠান্ডা হ'ল' (আহমাদ হা/১৪৫৭৬, ছহীহুল জামে' হা/২৭৫৩)। এতে বুঝা যায় যে, কেবল দায়িত্ব নিলেই মাইয়েতের আযাব দূর হবে না, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হবে (শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৮৫ 'ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হবে না' অনুচ্ছেদ)। অতএব পিতার ঋণ শোধ করতে সন্তান বাধ্য না হ'লেও তার বড় কর্তব্য হবে সেটা পরিশোধ করা।

বৈধ অসিয়ত পূর্ণ করা

আবু উসাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা নবী করিম সাঃ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বোন ও সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বললেন হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। ১. তাদের জন্য দোয়া করা ২.তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ৩.তাদের প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা পূর্ণ করা ৪.তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা |

মৃত্যুর পরে তাদের কবর যিয়ারত করা

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের কবর যিয়ারত করা। এতে যেমন তাদের কথা স্মরণ হবে, তেমনি তাদের প্রতি কর্তব্য অন্তরে জাগরুক থাকবে। তাই তাদের কবর যিয়ারত করা এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, যাতে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে জান্নাত দান করেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেন। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, زَارَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِىْ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِى فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ- 'নবী করীম (ছাঃ) একবার নিজের মায়ের কবরে গেলেন। সেখানে তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং তাঁর আশপাশের লোকদেরকেও কাঁদালেন। তারপর বললেন, আমি আমার মায়ের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল না। তারপর আমি আমার মায়ের কবরের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল। তাই তোমরা কবরের কাছে যাবে। কারণ কবর মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়'।

পিতা মাতার সেবা করার ফজিলত

পিতা-মাতা সেবা করা জিহাদ অপেক্ষায় উত্তম। আর আল্লাহর পথে জিহাদের ফজিলত কত বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।অথচ ফজিলত পূর্ণ আমলের উপর পিতা-মাতা সেবা কে দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতা সেবা করার অন্যতম নেক আমল বনি তো আছে যে পিতা-মাতার দিকে তাকিয়ে থাকলেও নেকি পাওয়া যায়। এছাড়াও পিতা-মাতার সেবায় আলো সন্তুষ্ট হয় সন্তুষ্ট হলে জান্নাত পাওয়ার সহজ হয়ে যাবে। তাই পিতা-মাতা সেবা করার অন্যতম ফজিলত হচ্ছে করা লাভ করা। এছাড়াও পিতা-মাতার সেবায় বয়স ও রিজিক বৃদ্ধি পায়। পিতা-মাতা সেবায় দুনিয়াবী বিপদমুক্ত হয়। কঠিন থেকে কঠিনতম কাজ সহজ হয়ে যায়। পিতা-মাতা সেবা করলে বিপদের সময় আল্লাহর সন্তানকে সাহায্য করেন দোয়া করলে কবুল করেন এবং বিপদে রক্ষা করেন। যেমন বনি ইসরাইলের জৈনিক ব্যক্তি পিতা-মাতা সেবা করার কারণে বিপদে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পিতা-মাতার সেবা ও খেদমত করলে আখেরাতেও এর ফল পাওয়া যায় সাথে দুনিয়াতেও এর ফল সাথে পাওয়া যায়।

পিতা -মাতা সাথে অসদাচরণের ভয়াবহ পরিণতি

পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করলে বা কোনভাবে তাদের কষ্ট দিলে আল্লাহ তাকে পরকালের শাস্তি দিবেন। পাশাপাশি দুনিয়াতে ও তার ওপর দ্রুত শাস্তি নেমে আসবে। যেমন জীবন ও জীবিকার বরকত হ্রাস থেকে বঞ্চিত হওয়া। এছাড়াও কর্মের সফল না হওয়া, মানসিকভাবে কষ্টে থাকা।

পিতা মাতার অবাধ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদোয়া করেছেন। যে ব্যক্তি পিতা মাতার সাথে অসদাচরণ করে তার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্ট হন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরীল আলাইহিস সালাম এদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন। হাদিসে এসেছে যে, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তা নাক ধুলায় ধূসরিত হোক, তার নাক ধুলায় ধুসরিত হোক, তার নাক ধুলায় ধুসরিত হোক, এভাবে তিনবার বলা হলো, তারপর তিনি হে আল্লাহর রাসূল, তিনি বলেন যে ব্যক্তি তার উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।

পিতা-মাতা থেকে নিকটতম আত্মীয় তাদের সাথে কোন সময় সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না বা কোন খারাপ আচরণ করা যাবে না। তাহলে আল্লাহ দুনিয়া দ্রুত শাস্তি প্রদান করার পাশাপাশি আখেরাতেও শাস্তি দিবেন।

আবু বকরা(রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে যাওয়া আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মত মারাত্মক আর কোন পাপ নেই, আল্লাহ তাআলা যার সাজা পৃথিবীতেও প্রদান করেন এবং আখেরাতের জন্য অবশিষ্ট রাখেন। অর্থাৎ দুটো পাপ ছাড়া আর অন্য কোন পাপে এত অধিক অপরাধযোগ্য নয়। যা সম্পাদনকারীকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর আজাবে নিপতিত করতে পারে । তার প্রথমটি হল শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। এবং ডিউটি হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। এর মধ্যে সর্বাধিক নিকটতম আত্মীয় হলেন পিতা-মাতা। যাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে আল্লাহ তায়ালা বেশি নারাজ হন।

এছাড়া যে ব্যক্তি পিতা মাতার অভদ্র হওয়ায় তাদের আদেশ-নেশ অমান্য করে এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে তারা অভিশপ্ত।

কিছু পাপ রয়েছে যেগুলো শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে গেলেও পরকালে হয় না। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতা এত বড় পাপ যে দুনিয়ায় এর শাস্তি হয়ে গেলেও আখিরাতে ক্ষমা পাবে না। জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে, আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। সে ব্যক্তির ইবাদত কবুল হবে না, সিদ্দিক ও শহীদ ও নবীগণের সঙ্গী হওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন। এমনকি পিতা মাতার অবাধ্য ব্যক্তির ফরজ বা নফল কোন ইবাদত কবুল হবে না।

এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে যে, আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির ফরজ ও নফল কোন ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না। পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান, দাব করে খোঁটা দানকারী ব্যক্তি, ও তাকদীর কে অস্বীকারকারী। (সহিহাহ হাদিস, ১৭৮৫)।

পিতা-মাতার জন্য যে দোয়া

উত্তম সন্তান অবশ্যই বাবা-মায়ের জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকেন। তাদের জন্য দোয়া করে আখেরাতে সওয়াব পৌঁছান। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। বলা বাহুল্য যে, কোনো সন্তান যখন মৃত বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করে, আল্লাহ তাদের নেয়ামত ও সুখ-শান্তি আরও বাড়িয়ে দেন।

পবিত্র কোরআন শরিফে স্পষ্টতই বর্ণনা করা হয়েছে, বাবা-মায়ের জন্য কি দোয়া করবেন।

এক. শান্তির দোয়া

মা-বাবার জন্য শান্তির দোয়া করা সন্তানের কর্তব্য। মা-বাবার অবদান ও ভূমিকার বদলা সন্তান জীবনেও আদায় করতে পারবে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন-

رَبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤ ﴾ [الاسراء: ٢٤]

উচ্চারণ : রাব্বির হামহুমা, কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।

অর্থ : ‘হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো; যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।’ (সুরা বনি ইসরাইল : ২৪)

দুই. ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

আল্লাহ তাআলা বাবা-মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়াও শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি পবিত্র কোরআনে বলেন-

رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ ٤١﴾ [ابراهيم: ٤١]

উচ্চারণ : রাব্বানাগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া, ওয়ালিল মু’মিনিনা ইয়াওমা ইয়াক্বুমুল হিসাব।

অর্থ : ‘হে আমাদের প্রতিপালক! রোজ কিয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন।’ (সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪১)

তিন. মা-বাবাসহ অন্যদের জন্য দোয়া

উপরেল্লিখিত দোয়া দুইটি ছাড়াও আরও একটা বিশেষ দোয়া রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের শিখিয়েছেন, যেন মৃত বাবা-মায়ের জন্য বিশেষভাবে তারা এই দোয়া করে-

رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارَۢا ٢٨ ﴾ [نوح: ٢٨

উচ্চারণ : রাব্বিগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া, ওয়া লিমান দাখালা বাইতিয়া মু’মিনা; ওয়ালিল মু’মিনিনা ওয়াল মু’মিনাত। ওয়ালা তাজিদিজ জা-লিমিনা ইল্লা তাবারা।

অর্থ : ‘হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষদের ক্ষমা করুন এবং আপনি জালিমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেবেন না।’ (সুরা নুহ, আয়াত : ২৮)

অতএব, বাবা-মায়ের জন্য বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়াও প্রত্যেক মোনাজাতে বাবা-মায়ের নাম ধরে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে বিশেষভাবে জরুরি।

আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

উপসংহার

পরিবার হ'ল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ইউনিট। পরিবার যত আনুগত্যশীল ও পরস্পরে শ্রদ্ধাশীল হবে, সমাজ ও রাষ্ট্র তত সুন্দর ও শান্তিময় হবে। পরিবার যত উদ্ধত ও উচ্ছৃংখল হবে, সমাজ তত বিশৃংখল ও বিনষ্ট হবে। অতএব পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রাথমিক পারিবারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল সুন্দর সমাজ গঠনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। সাথে সাথে পিতা-মাতাকেও আল্লাহভীরু এবং সন্তানের শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

কুরআন ও হাদিসের আলোকে বুঝা গেল যে পিতা-মাতার অবদান অপরিসীম। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালেই দেখা যায় যে অনেক সন্তান তার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। আবার কেউ বা তার পিতা মাতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। কেউ বা পিতা-মাতাকে হত্যা করে। তাদের সাথে নির্মম আচরণ করে।

অথচ তাদের একটি দীর্ঘ শ্বাসের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা কোন সন্তানের নেই। কিন্তু ইসলামে পিতা মাতার মর্যাদা অনেক বেশি। তাই সবসময় পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। না হলে দুনিয়া ও পরম শাস্তি ভোগ করতে হবে। পিতা মাতার সাথে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের দোয়া আশা করতে হবে। যাতে করে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জন করা যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শুধুমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার এবং তাদের হক আদায় করার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করার তৌফিক দান করুক আমিন ইয়া রব্বুল আলামিন।